৬/১০/২০০৩

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

'বিশ্ব শিক্ষক দিবসের' আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেছেন, 'আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যেকোন আন্তর্জাতিক পরিমাপেই বিশ্বমানের মেধাসম্পন্ন। তাদেরকে বিশ্বমানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে জনশক্তিতে রূপান্তর তথা মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করাই জরুরি প্রয়োজন। সেজন্য শিক্ষকতা পেশায় মেধাবী ব্যক্তিদের আকর্ষণে সক্ষম অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিসহ অব্যাহত প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। প্রচলিত জাতীয় বেতন কাঠামো দিয়ে অথবা শিক্ষকদের প্রত্যাশার আংশিক পূরণ করে মেধাবী ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করা আদৌ সম্ভব নয়। বিশ্বমান দূরের কথা, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নয়নও এতে সম্ভব হবে না। সেজন্য প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রবর্তন, ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালা অনুযায়ী শিক্ষকদের প্রাপ্য সকল মর্যাদা প্রদানসহ অব্যাহত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।"

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার সেগুন বাগিচা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে র‍্যালিতে শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ এ.কে.এম জহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ও অতিরিক্ত মহাসচিব খান মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশ সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ আলী আকবর খান ডলার, বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জিএনআর বাশার এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অধ্যক্ষ বদিউল আলম, অধ্যক্ষা মারেফা খাতুন, অধ্যক্ষ নুরুল আনোয়ার, উপাধ্যক্ষ আবদুর রব মিএা, উপাধ্যক্ষ নুরুন নবী সিদ্দিকী, উপাধ্যক্ষ জানে আলম সিকদার, এ.এইচ.এম মনিরুজ্জোহা, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মোহাম্মদ আজিজুল হক শাহ, মো. আবদুল হাই, আজিজুর রহমান, বাংলাদেশ কলেজ কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম দুলাল, বাংলাদেশ মাধ্যমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি এম.এ খলিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সভাপতি এম আরজু প্রমুখ।

আলোচনাশেষে শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস অমর হোক', 'বিশ্বমানের শিক্ষা চাই', 'ইউনেস্কো-আইএলও সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করতে হবে', 'শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে', 'শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কমিশন চাই', 'কর্মচারীদের চাকরিবিধি দিতে হবে', 'দুনিয়ার শিক্ষক এক হও' বিভিন্ন শ্লোগান সহকারে পুরানা পল্টন পুলিশ বক্স হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক র‍্যালিতে সমবেত হন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন হেনা দাস, আউয়াল সিদ্দিকী, চৌধুরী খুরশীদ আলম, আবুবকর সিদ্দিক, রঞ্জিত কুমার সাহা, আলাউদ্দিন ভুএগ, মো. জয়নুল আবেদীন, মো. আফজাল হোসেন, আলী আসগর, মোহাম্মদ আলী ভূএগ প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে ১৯৬৬ সালের ৫ই অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তঃসরকার সম্মেলনে গৃহীত শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষকদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও মৌলিক অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।